41

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 SEP 1996
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৮

কৃঃ বিঃ উপাচার্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ

ময়মনসিংহ, ১৪ই সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফারুক প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে চিহ্নিত সন্ত্রাসী এক ছাত্রদল নেতাকে ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করার জন্য বিধিবহির্ভূতভাবে অপচেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, গত ২৫শে আগস্ট পশু চিকিৎসা অনুষদের বিএসসি ফাইনাল পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়। উক্ত পরীক্ষায় ছাত্রদল নেতা, সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সাথে জড়িত ৭টি মামলার আসামি বাংলাদেশ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ (বাকসু)–এর সাধারণ সম্পাদক শামছুল আলম তোফা অকৃতকার্য হয়। ফল প্রকাশের পর একটি মহল তৎপর হয়ে উঠে তোফাকে পরীক্ষায় পাস করানোর জন্য। মহলটির পরামর্শে তোফা অনুষদীয় ডীনের মাধ্যমে উপাচার্যের বরাবরে একটি আবেদন করে। পিছনের তারিখ দিয়ে ৩টি বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থায় পরীক্ষা গ্রহণ করার জন্য। যে তিনটি বিষয়ে ফলাফলে লিখিত পরীক্ষায় সে ফেল করেছে। আবেদনপত্রটিও ডীন ২৪–৮–৯৬ সুপারিশ করে উপাচার্যের কাছে পাঠান। উপাচার্য উক্ত আবেদনপত্রে ২৫–৮–৯৬ পিছনের তারিখ দিয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে পরীক্ষার ফলাফল স্থগিত করে বিশেষ ব্যবস্থায় ৩টি বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দেন। অথচ উপাচার্যের উক্ত নির্দেশের আগে তিনি নিজেই পশু চিকিৎসা অনুষদের বিএসসি ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের জন্য অনুমোদন করেন।

গত ১১ই সেপ্টেম্বর বিকাল ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার ৫ নং আলোচ্যসূচিতে শামসুল আলম তোফার আবেদনটি বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়। এ নিয়ে সভায় দীর্ঘ সাড়ে ৩ ঘন্টা আলোচনা হয়। একাডেমিক কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্য আবেদনটির বিরোধিতা করেন। কিন্তু উপাচার্য প্রফেসর ডঃ শাহ মোহাম্মদ ফারুক আবেদনের পক্ষে বক্তব্য রেখে ব্যর্থ হন। পরে এক পর্যায়ে উপাচার্য আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সভাটি মুলতবি করেন।

শামসুল আলম তোফা ছাত্রদলের একজন নেতা। হত্যা, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র রাখা এবং সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে ময়মনসিংহ কোতোয়ালী থানায় ৭টি মামলা রয়েছে। সম্প্রতি সে জামিনে মুক্তিলাভ করেছে।